**Tribute system and origins:**

পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় রেঁণেশাস-উত্তর যুগে যে সকল পাশ্চাত্ত্য দেশ চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয় তন্মধ্যে অগ্রণী ছিল পর্তুগাল। মূলতঃ প্রতীচ্য দুনিয়া এবং চীনের মধ্যে বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপনে পর্তুগীজেরা প্রতীচীর পুরোধাররূপে স্বীকৃত। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম পর্তুগীজ বাণিজ্যিক অভিযান ক্যানটনের নিকট লিনটিন (Lintin) দ্বীপে উপনীত হয়। তখন চীনে মিং শাসন (১৩৬৮-১৬৪৪) প্রচলিত। যদিও পর্তুগীজ নাবিকেরা তাঁদের জাহাজ থেকে অবতরণের অনুমতি পায় নি, তথাপি তারা তাদের পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় ক’রে লাভবান হয়। এই শুভ আরম্ভে উৎসাহিত হয়ে পর্তুগালের রাজা ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট সমীপে এক রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন। এই রাষ্ট্রদূত টোম পাইরেশ (Tome Pires) নামে পরিচিত। ক্যানটনে পৌঁছে তিনি পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণে তোপধবনির মাধ্যমে চীন সম্রাটকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু চীন সম্রাটের নিকট এরূপ তোপধবনি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ রূপে প্রতীয়মান হয় এবং চীন সম্রা পর্তুগীজ রাষ্ট্রদূতকে অচিরাৎ ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বাধ্য করেন। রাষ্ট্রদূত সঙ্গে এনেছিলেন সম্রাটের সম্মানার্থে কিছু উপহার, যেগুলি গৃহীত হয় উপঢৌকন বা নজরানা হিসাবে। পর্গীজ নাবিকেরা ক্যানটনে তাঁদর ব্যবসায়ের ঘাঁটি স্থাপন করে কিন্তু সে ঘাঁটি চীনারা বিধবস্ত করে। ফলে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা ক্যানটন ত্যাগ ক’রে নিংপো (Ningpo) এবং অ্যাময় (Amoy) এ নূতন ঘাঁটি স্থাপন করে। এই ঘাঁটি দুটি থেকেও বিতাড়িত হয়ে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা শেষ অবধি ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্যানটনের দক্ষিণে ম্যাকাও (Macao) উপদ্বীপে নূতন ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি পায়। এখানে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীগণ স্থানীয় চীনা রাজকর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে। পর্তুগীজ দূতাবাসের সভ্যবৃন্দ ও পর্তুগীজ বণিকগণ অবশ্য পর্তুগীজ রাষ্ট্রদূতের শাসনাধীনে থাকে। এতদ্ব্যতীত ম্যাকাও-স্থিত পতুগীজদের যাবতীয় কার্য্যকলাপ, রাজস্ব ও বিচার সম্বন্ধীয় ব্যাপার চীন সরকারের সম্পূর্ণ অধিকারে থাকে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ম্যাকাও পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত উপদ্বীপ হিসাবে চিহ্নিত হয় নি।‘ পর্তুগালের পর চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াস পায় হল্যাণ্ড। ১৬০৪ এবং ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিকেরা দু’ঝর চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে কিন্তু দুবারই সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না। অবশেষে, প্রথমতঃ পোডোরস (Pescadores) দ্বীপপুঞ্জে এবং পরে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে ফরমোজায় (বর্তমান তাইওয়ান) ওলন্দাজেরা তাদের ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ওলন্দাজ নাবিকগণ পিকিং-এ চারবার (১৬৫৬, ১৬৬৭, ১৬৮৫-৮৬ এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে) দূত প্রেরণ করেন, মাঞ্জু দরবারের সংস্পর্শে আসায় সুযোগ প্রার্থনা ক’রে এবং বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায়। পাশ্চাত্তা চক্ষে সম্মানহানিকর কিন্তু চীনদেশে প্রচলিত সুপ্রাচীন ‘কোটাউ’ রীতি (Kotow) (নতজানু অবস্থায় প্রণাম নিবেদন) অনুষ্ঠানের পর ওলন্দাজেরা যৎসামান্য বাণিজ্যিক সুবিধালাভে সমর্থ হয়। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দের পর ওলন্দাজেরা নিয়মিতভাবে ক্যানটনে ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজ ক্যানটনে প্রেরিত হয় ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে। তারপর ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ‘কোর্টনি এসোসিয়েশন’ (Courteen Associaton) কর্তৃক প্রেরিত ক্যাপ্টেন জন ওয়েজ্জেল (Captain John Weddel)-এর নেতৃত্বে এক বাণিজ্যিক নৌবহর ম্যাকাও-এ উপনীত হয় এবং সেখান থেকে ক্যানটনের দিকে অগ্রসর হয়। প্রাথমিক বাধা-বিঘ্নের পর ইংরেজ বণিকেরা চীনের সঙ্গে ব্যবসায়ে অনুমতি পায়। যদিও নিয়মিত ইঙ্গ-চীন ব্যবসায় শুরু হতে কিছু বিলম্ব ঘটে। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ‘ম্যাক্লেশফিল্ড’ (Macclesfield) নামে একটি বাণিজ্য জাহাজ ক্যানটনে উপস্থিত হয় এবং ক্যানটনে একটি ইংরাজ কুঠি বা বাণিজ্য-কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী যাট বৎসর মধ্যে এই ব্যবসায় ‘ক্যানটন পদ্ধতিতে’ (Canton system) এ পরিণতি লাভ করে। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ ম্যাকার্টনি (Macartney) নামে এক উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারীকে চীন সম্রাটের নামে লিখিত একটি পত্রসহ পিকিং এর রাজদরবারে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করা। ম্যাকার্টনি ক্যানটনে উপনীত হন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে। তিনি যে পদবী-ভূষিত হয়ে চীনে উপনীত হন তা ছিল ‘Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary from the King of Great Britain to the Emperor of China।‘ ম্যাকার্টনি ক্যানটন থেকে পিকিং-এ উপস্থিত হন এবং চীন সম্রাটের দর্শন পান কিন্তু কোন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হন নি।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট (Lord Amherst) নামে অপর একজন রাষ্ট্রদূত পিকিং-এ প্রেরিত হন, ইংলন্ডের স্বার্থের অনুকূলে বাণিজ্যিক বিষয় সমূহের সুব্যবস্থা সম্পাদনের এবং ইঙ্গ চীন ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে। তিনি চীন সম্রাটের দর্শন লাভ করতে পারেন নি। ফলে ব্যর্থ মনোরথ হয়েই তাঁকে চীন থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ এইভাবে যখন জলপথে চীনের সঙ্গে সংস্পর্শ স্থাপনে অগ্রসর হয়, তখন রাশিয়াও পূর্ব-এশিয়াভিমুখে অগ্রসর শুরু করে স্থলপথে অর্থাৎ সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে। রুশ ভাগ্যান্বেষীরা আমুর নদীর উপত্যকায় উপস্থিত হলে চীন সরকারের অধীন স্থানীয় উপজাতিদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। তখন মিং শাসনকাল প্রচলিত। উপজাতিদের সাহায্যার্থে চীন সরকার সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করেন। কয়েক বৎসর ধরে সবিরাম সংঘর্ষের পর চীন ও রাশিয়ার মধ্যে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, যা নেরৎচিনস্ক-এর সন্ধি (Treaty of Nertchinsk) নামে পাশ্চাত্য শক্তির সর্বপ্রথম সন্ধি পরিচিত। ফলে আমুর উপত্যকার উপর রাশিয়ার অগ্রগতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেখানে চীনের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে: চীনের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং রাশিয়া চীনের বিরুদ্ধে পূর্ব-মঙ্গোলিয়াকে সাহায্যদানে বিরত হয়। শুরুতে চীনের সঙ্গে রাশিয়ার ব্যবসা ছিল শকটবাহী (Caravan trade)। রুশ ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধ ভাবে শকটে পণ্যাদি বহন ক’রে নিয়ে যেত। চীন সম্রাটের সম্মানার্থে রুশ দূতেরা ‘কোটাউ’ রীতিও সম্পাদন করতেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে অপর একটি রুশ-চীন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার ফলে রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত হয়, মঙ্গোলিয়া রাশিয়ার বহির্ভুক্ত হিসাবে স্বীকৃত হয়, এবং রাশিয়া নিয়মিতভাবে বহির্মঙ্গোলিয়ার উত্তর সীমান্তে কিয়াস্তা (Kiakhta) নামক অঞ্চ লে ব্যবসায়ের অধিকার লাভ করে। চীনের রাজধানী পিকিং-এ কিন্তু রাশিয়ার অনুপ্রবেশ ছিল নামমাত্র। প্রকৃত চীনে রাশিয়া প্রায় কোন বাণিজ্যিক সুবিধাই লাভ করে নি।‘

এতদ্ব্যতীত, আয়ও কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশ, চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হয়, যথা স্পেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ক্যানটনে প্রথম ফরাসী জাহাজ উপনীত হয় ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে, প্রথম ডেনমার্কের জাহাজ ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে, এবং প্রথম সুইডেনের জাহাজ ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে। প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ, ‘এম্প্রেস অব চায়না’ (Empress of China) চীন অভিমুখে যাত্রা করে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। প্রথম স্পেন দেশীয় জাহাজ চীনে উপনীত হয় ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে।

এইভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াস পায়। কিন্তু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে চীনা সরকার বিদেশীদের চীনে প্রবেশে বিশেষ কোন আগ্রহ বা উৎসাহ দেখান নি, যদিও চীনা সরকার ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নিষ্ক্রিয়ভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিকে তাদের বাণিজ্য জাহাজ চীনের বন্দরে নোঙর করতে অনুমতি দেন। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে চীনা সরকারের আগ্রহ বা উৎসাহের অভাব প্রমানিত হয়, যখন দেখা যায়, অষ্টাদশ শতকরে মধ্যভাগ থেকে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ম্যাকাও ও ক্যানটন ব্যতীত অপর কোন চীনা বন্দর বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। প্রকৃতপক্ষে চীনা সম্রাটের বিবেচনায়, চীন জাতির অভাব ছিল সীমিত। এই সীমিত অভাব মেটাবার পক্ষে চীনের কৃষিজাত দ্রব্যাদি, শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যাদি এবং খনিজ সম্পদ সন্তোষজনক ছিল। সে ক্ষেত্রে বহির্দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের কোন প্রয়োজনীয়তা চীনের ছিল না। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাষ্ট্রদূত লর্ড ম্যাকার্টনি মারফত তৎকালীন চীন সম্রাট চিয়েন লুং সমীপে একটি পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রে ইংলন্ডের রাজা একটি ইঙ্গ-চীন বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য চীন সম্রাটকে অনুরোধ করেন। উত্তরে চীন সম্রাট জানান যে জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সবই চীনের আছে এবং চীনা জাতি বিচিত্র এবং বুদ্ধি কৌশলময় পণ্য দ্রব্যাদির কোন মূল্যই দেয় না। অতএব ইঙ্গ-চীন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন নিষ্প্রয়োজন।১০ বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে চীন সম্রাটের এরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ চীনের গায়ে জোঁকের মত লেগে থাকে। সে অবস্থায় বিদেশী বণিকগণকে অবাঞ্ছিত জ্ঞানে চীন সম্রাট তাঁদের বিরুদ্ধে বহু বিধিনিষেধ প্রবর্তন করেন। কোন বিদেশী শক্তির প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রদূত পিকিং-এ উপনীত হয়ে সরাসরি চীন সম্রাটের দর্শন লাভ করতে পারতেন না। পদমর্য্যাদায় চীন সম্রাটকে পৃথিবীর রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারীরূপে গণ্য না করলে, নজরানা না দিলে এবং নতজানু হয়ে অবনত মতকে চীন সম্রাটকে অভিবাদন করবার প্রতিশ্রুতি না দিলে কোন বিদেশীই চীন সম্রাটের দরবারে আনীত হতেন না। কোন বিদেশীকে চীনাভাষা শিক্ষা করবার অনুমতি দেওয়া হত না। কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও বাণিজ্যিক বা কূটনৈতিক চুক্তি সম্পাদনে চীন সরকারের অসম্মতি ছিল সুবিদিত। এ বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল রাশিয়া। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে নেরৎচিনস্ক চুক্তি সম্পাদনের পশ্চাতে চীন সম্রাটের রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া যাতে চীনের বিরুদ্ধে মঙ্গোলিয়াকে সাহায্যদানে বিরত থাকে তার ব্যবস্থা করা হয়। অধিকন্তু রাশিয়াকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সুবিধা দেওয়া হয় বর্হিমঙ্গোলিয়ার উত্তর সীমান্তে, প্রকৃত চীন দেশের মধ্যে নয়।

মোট কথা, প্রাক্-অহিফেন যুদ্ধকালে চীনের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে, যদি কোন পাশ্চাত্য দেশ চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক হত, তাহলে সে দেশকে চীনের একটি মৌলিক রীতি পালন করতে হত। এই রীতি ছিল নজরানা বা উপঢৌকন প্রদানের পদ্ধতি (Tributary System)। এই রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল: (১) যেহেতু চীন সম্রাট নিজেকে পদমর্য্যাদায় বিশ্বের অন্যান্য রাজন্যবর্গের শীর্ষস্থানীয় বিবেচনা করতেন, সেই হেতু কোন বিদেশী রাজা চীন সম্রাটের সমকক্ষ বা সমতুল্য হিসাবে গণ্য হতেন না। পরন্তু বিদেশী রাজাকে চীন সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করতে হত; (২) চীনের নিকট সব বিদেশী রাষ্ট্রই করদ রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হত; (৩) চীন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকামী সকল বিদেশী রাষ্ট্রদূত একটি করদ-রাজ্যের রাষ্ট্রদূত হিসাবে বিবেচিত হতেন; (৪) কোন বিদেশী বণিক চীনে প্রবেশপথ পেতেন চীনের করদ রাজ্য বা সামন্তরাজ্যের করদাতা হিসাবে; (৫) কোন বিদেশী চীন সম্রাটের দর্শনাকাওক্ষী হলে তাঁকে চীন সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ উপঢৌকন বা নজরানা দিতে হত এবং ‘কোটাউ’ (Kotow) নামে এক সুপ্রঞ্জিন প্রথা মান্য করবার প্রতিশ্রুতি দিতে হত। এই প্রথা অনুসারে চীন সম্রাটের দর্শনাকাঙক্ষী বিদেশীকে রাজদরবারে সম্রাটের সম্মুখে তিনবার নতজানু হয়ে প্রতিবার নতজানু অবস্থায় তিনবার স্বীয় মন্ত্রক ভূমিতে স্পর্শ ক’রে অর্থাৎ মোট নয়বার অবনত মস্তকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করতে করতে অগ্রসর হতে হত। এই প্রথার মাধ্যমে চীন সম্রাট নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করতে চাইতেন যে তিনি পদমর্য্যাদায় বিশ্বমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট।

নজরানা পদ্ধতি প্রচলিত থাকাকালীন কোন বিদেশী ‘কোটাউ’ প্রথা মান্য করতে সম্মত হলে চীনে সম্রাটের দর্শন লাভ করতে পারতেন, কিন্তু অসম্মত হলে দর্শন লাভ থেকে বঞ্চি ত হতেন। নীচে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা হল। ইংলন্ডের রাজা যখন তৃতীয় জর্জ, তখন তাঁর সমসাময়িক চীন সম্রাট ছিলেন চিয়েন লুং। চীন সম্রাটের ৮৩-তম জন্মদিনে অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে ইংলন্ডের রাজা তাঁর রাষ্ট্রদূত ম্যাকার্টনিকে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পিকিং-এ প্রেরণ করেন। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ম্যাকার্টনি সঙ্গে এনেছিলেন সম্রাটের জন্য হরেক রকমের উপহার বা নজরানা, যার অর্থমূল্য ছিল ১৫,৬১০ পাউণ্ড।১২ মূল্যবান উপহার সম্ভার, ৬০০টি বাক্সে শোভাযাত্রা সহকারে রাজধানী পির্কিং-এ আনীত হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে বাহিত একটি নিশানে লিখিত ছিল ‘ইংলন্ডের করবাহী রাষ্ট্রদূত’। চীন সম্রাটের দর্শনলাভের পূর্বে প্রশ্ন ওঠে, ম্যাকার্টনি ‘কোটাউ প্রথা’ যথারীতি পালন করবেন কি না। ম্যাকার্টনি স্থির করেন যে তিনি এমন কিছুই করবেন না যা তাঁর স্বদেশের সম্মানহানিকর হবে অথবা যা এরূপ ইঙ্গিত বহন করবে যে তাঁর দেশ চীনের একটি করদরাজ্য স্বরূপ। তিনি ইহাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে তিনি চীন সম্রাটের সম্মুখে ‘কোটাউ’ অনুষ্ঠান সম্পাদন করবেন, যদি তাঁরই তুল্যপদমর্য্যাদাসম্পন্ন কোন এক চৈনিক রাজকর্মচারী ইংলণ্ডাধীশ্বরের প্রতিকৃতির সম্মুখে অনুরূপ ‘কোটাউ’ অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে প্রস্তুত থাকেন। শেষ অবধি স্থির হয় যে সম্রাটের দর্শনলাভ কালে ম্যাকার্টনি মাত্র একটি জানু নত ক’রে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন, যেভাবে তাঁর স্বদেশের রাজ্যর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতি আছে।১৩ সম্রাট চিয়েন সুং এই সিদ্ধান্তে সম্মতি দান করেন এবং ম্যাকার্টনি চীন সম্রাটের দর্শন লাভ করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট নামে অপর একজন ইংরাজ রাষ্ট্রদূতের চীন আগমনের কথাও পূর্বে লিখিত হয়েছে। উক্ত বৎসরে ১৩ই আগষ্ট আমহার্স্ট ৫২ প্রকারের উপঢৌকনসহ টিয়েন্টসিন-এ উপনীত হন। কোটাউ অনুষ্ঠান সম্পাদনের প্রশ্নে রাষ্ট্দূত টি

জানান যে তিনি চীনদেশের প্রথানুসারে কোটাউ সম্পাদন করতে প্রস্তুত নন কিন্তু তিনি সম্রাটের সম্মানার্থে তিনবার তাঁর টুপি উত্তোলন করবেন এবং নয়বার মস্তক নত করবেন। এরূপ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় আমহার্স্ট জানান যে তিনি একটি জানু নত ক’রে মোট নয়বার মস্তক অবনত করবেন। চীন সম্রাটের প্রতিনিধি (President of the Board of Public works) বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের এই পরিবর্তিত প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করেন। পরে পিকিং এবং রাজদরবার হতে আদেশ জারি হয় যে যেহেতু বিদেশীরা কোটাউ অনুষ্ঠান যথাযথ সম্পাদনে অভ্যস্ত নন, সেইহেতু আমহার্স্টের পরিবর্তিত প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য। সুতরাং আমহার্স্ট ২৮শে আগষ্ট সদলবলে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন, সম্রাটের দর্শন লাভের আশায়। পরদিন প্রাতে রাজধানীতে উপনীত হওয়া মাত্র আমহার্স্টকে অবগত করা হয় যে সম্রাট তাঁকে দর্শনদান করতে প্রস্তুত। আমহার্স্ট তখন দীর্ঘপথ অতিক্রম ক’রে সবেমাত্র পিকিং-এ উপস্থিত। সুতরাং তিনি ক্লান্ত। অধিকন্তু তাঁর অনুচরবর্গ উপটৌকনসহ তখনও রাজধানীতে পৌঁছায়নি। সে অবস্থায় আমহার্স্ট তৎক্ষণাৎ সম্রাট দর্শনে গমন করতে, অসম্মত হন। ফলে চীনা কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে চীনা কর্মচারীরা রাজদরবারে সংবাদ প্রেরণ করেন যে রাষ্ট্রদূত শারীরিক অসুস্থ, এবং তাঁর সহকারী রাষ্ট্রদূতও অসুস্থ। এরূপ সংবাদপ্রাপ্তিতে সম্রাট ক্রুদ্ধ হন এবং দর্শন বাতিল ক’রে দেন। আমহার্স্টের সম্রাটের দর্শন লাভ হয় না।

**নজরানা পদ্ধতির উৎপত্তি:**

এহেন নজরানা প্রথার গোড়ার কথা আলোচনা করলে জানা যায় যে চীনদেশের প্রাচীন রীতি অনুসারে চীন সম্রাট প্রকৃত চীনে এবং চীন সাম্রাজ্যে জমিদার এবং সামন্তদিগকে জমি অর্পণকালে তাঁদের কাছ থেকে নজরানা বাবদ স্থানীয় উৎপাদিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করতেন। জমিদার এবং সামন্তশ্রেণী জমিদারিতে ভূষিত (invested, feng) হয়ে সম্রাটকে কৃষিজাত দ্রব্যাদি (Fangwu) উপঢৌকন দিতেন যা নজরানা বা একপ্রকার কর হিসাবে গণ্য হত। মিং এবং চিং শাসনকালে এই রীতি সম্রাট এবং তাঁর শাসনাধীন সাম্রাজ্যের রাজন্যবর্গের মধ্যে দায়িত্ব এবং কর্তব্যসূচক এক সুনিদ্দিষ্ট আচরণবিধিতে পর্য্যবসিত হয়। সম্রাটের দায়িত্ব হয় তাঁর এশীয় সাম্রাজ্যে নিয়মশৃঙখলা বজায় রাখা, রাজন্যবর্গের অভিষেকে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ ক’রে অভিষিক্ত শাসকদের শাসনাধিকারের বৈধতায় স্বীকৃতি দান করা, বৈদেশিক আক্রমণকালে সামরিক সাহায্যদান করা, খাদ্যাভাব এবং মড়ক দেখা দিলে খাদ্য প্রেরণ করা এবং ত্রাণ কার্য্যের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। প্রতিদানে সাহায্যপ্রাপ্ত এই সকল রাজন্যবর্গের কর্তব্য হয় চীন সম্রাটকে মধ্যে মধ্যে উপটৌকন প্রেরণ করা এবং নিজদিগকে চীন সম্রাটের অনুগ্রহ-পুষ্ট করদ রাজ্যের শাসকররূপে পরিচয় দান করা।

এইভাবে প্রাচীন রীতি অনুসারে, চীনা সম্রাটের সঙ্গে জমিদার-সামন্তশ্রেণীর এবং সাম্রাজ্য-ভুক্ত রাজন্যবর্গের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা হয় আনুগত্যের সম্পর্ক। অনুগৃহীত রাজন্যবর্গ নিজদিগকে করদ রাজ্যের শাসক জ্ঞানে চীন সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ মধ্যে মধ্যে নজরানা প্রেরণ করেন। এরূপ আনুগত্য প্রকাশ নজরানা প্রথাসূচক।

নজরানা প্রথার উৎপত্তির অপর একটি দিকও লক্ষ্যণীয়। চীন সাম্রাজ্যে চীন ছিল জাতি-পরিবারের (Family of nations) মধ্যে অগ্রগণ্য বা কেন্দ্রস্থানীয়, যেন নৈবেদ্যের সন্দেশ। সাধারণ পরিববারের মতই এই জাতি পরিবার ছিল কনফুসীয় রীতি-ভিত্তিক। কনফুসীয় রীতি অনুসারে, পরিবারমাত্রেই পরিবারের সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট। সেইরূপ চীন সাম্রাজ্যভুক্ত জাতি-পরিবারের মধ্যে চীনের সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্র- সভ্যের সম্পর্কও ছিল সুনির্ধারিত। পদমর্যাদায় চীনের আসন ছিল সর্বোচ্চ, আর অপরাপর সভ্যেরা ছিলেন চীনের অধীন। ফলতঃ, এরূপ জাতি-পরিবার অসম-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল। সভ্যদের মধ্যে ‘Equality of Status’ বা পদমর্য্যাদার সমতা ছিল না। যেহেতু চীন পদমর্য্যাদায় শীর্ষস্থানীয় হিসাবে গণ্য হত, সেই হেতু চীনদেশ অপরাপর সভ্যরাষ্ট্রদের কাছ থেকে স্বীয় মর্য্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ উপঢৌকন বা নজরানা প্রেরণের মাধ্যমে আনুগত্য দাবি করত। এইভাবে নজরানা প্রথা দানা বাঁধে। অধিকন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে চীনা জাতি যে কেবলমাত্র এশিয়ার মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে বিবেচনা করত, তা নয়। চীনাজাতির সুবিবেচনায় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে চীন ছিল যে কোনও পাশ্চাত্ত্য দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তাই চীনের তুলনায় নিকৃষ্টমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সঙ্গেও চীন কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপনে ঘোরতর অনিচ্ছুক ছিল। যখন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে অত্যাধিক আগ্রহী হয়ে স্ব স্ব রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করতে শুরু করেন, তখন চীন সম্রাট তাঁর উচ্চতর পদমর্য্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ সেইসব রাষ্ট্রদূতের নিকট থেকে নজরানা দাবি করেন এবং চীনের চিরাচরিত রীতি অনুসারে কোটাউ অনুষ্ঠান সম্পাদনে জেদ ধরেন। এইরূপে এশীয় রাষ্ট্রসমূহ এবং পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি নজরানা প্রথার অধীন হয়।

নজরানা প্রথানুযায়ী অধীন রাষ্ট্রগুলি যে নজরানা প্রেরণ করত তার বহর এবং পৌনঃপুন্য চীন সরকার স্থির করে দিতেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে কোরিয়া নজরানা দিত প্রতি বৎসর চারবার, লিউ চিউ (Liu Chiu) বা রুাক্যু (Ryukyu), প্রতি তিন বৎসর অন্তর দুবার, অ্যানাম (Annam) দুবৎসর অন্তর একবার, শ্যামদেশ তিন বৎসর অন্তর একবার, ব্রহ্মদেশ এবং লাওস প্রতি দশ বৎসরে একবার। হল্যান্ড নজরানা দিত পাঁচ বৎসর বা আট বৎসর অন্তর। পর্তুগাল প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে পৌনঃপুন্য স্থিরীকৃত হয় নি।

পিকিং-এ ইউরোপীয় মিশনগুলির সঙ্গে বহু বণিক-ব্যবসায়ী সংযুক্ত থাকত। পপ্রদ্রব্যসহ এইসব বণিকদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত হত ‘Common Residence for Tributary Envoys’ নামক আবাসস্থলে। একটি নির্দিষ্ট দিনে এই সব বণিক এবং আধুনিক যুগের সূচনা

রাষ্ট্রদূতগাণ কোটাট অনুষ্ঠান সম্পাদন ক’রে সম্রাটকে নজরানা দিতেন। তারপর বণিকেরা তাঁদের বাসস্থানে তিন থেকে পাঁচ দিন যাবৎ পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করবেন এবং তাঁদের ব্যবসায় খুবই লাভজনক হত। যে সমস্ত পাশ্চাত্তা দেশের রাজন্যবর্গের পক্ষ থেকে চীন সম্রাটকে নজরানা দেওয়া হত, চীন সম্রাটও তাঁদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশসূচক মনোরম দ্রব্যাদি উপহার দিতেন। মূল্যের দিক থেকে সম্রাটপ্রদত্ত উপহারের প্রব্যাদি হাত নজরানার দ্রব্যাদি অপেক্ষা নিম্নমানের

চীন সম্রাটের সঙ্গে করদ সম্পর্ক বজায় রাখা করদ রাজ্যগুলির পক্ষে অতীব ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে কোরিয়া যখন পিকিং-এ করদ মিশন পাঠাত তখন সেই মিশনের সঙ্গে আসত ২০০ থেকে ৩০০ জন অনুগামী। ষাট দিন বরে ৭৫০ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কোরীয় মিশন সিউল থেকে পিকিং-এ উপনীত হত। তারপর চীন সম্রাটকে যে নজরানা উপহার দেওয়া হত তার অর্থমূল্য হল অত্যধিক। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া-প্রদত্ত এরূপ নজরানার অর্থমূল্য ছিল এক লক্ষ তাও টিল (তখন এক তাহ টিল = রৌপ্য টিল)। করদ রাজ্যগুলির রাজন্যবর্গ সিংহাসনপ্রাপ্তির পর কার্যতঃ শাসনাধিকারে মণ্ডিত হতেন যখন চীন সম্রাট তাঁর রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে সে শাসনাধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করতেন। সাধারণতঃ রাষ্ট্রদূত প্রেরিত হত কোরিয়া লিউচিউ ও অ্যানামে। অন্যান্য করদ রাজ্যের ক্ষেত্রে সম্রাট সনন্দপত্র (Imperial patents of appointment) প্রেরণ ক’রে রাজন্যবর্গকে শাসনাধিকারে ভূষিত করতেন।

.